ই-বুলেটিন / রবিবার মে ২১, ২০২৩

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

হজ্ব: বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের ভিত্তি

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

মানুষের মধ্য থেকে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন এই গৃহের হজ্জ্ব সম্পন্ন করে, এটি তাদের ওপর আল্লাহর অধিকার। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন।

আল-ইমরান: আয়াত ৯৭ (আংশিক)

হজ্ব (ইসলামের একটি এবাদত) হল প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে শারীরিক স্বাস্থ্য, ভ্রমণের ক্ষমতা এবং নিরাপদ যাতায়াত সহ আর্থিক সামর্থ্যের শর্তগুলি পূরণ হলে ব্যক্তির জন্য বাধ্যবাধকতা (ফরজ) একটি কাজ।

হজ্ব হল মুসলমানদের বার্ষিক সাধারণ সমাবেশ যা সেই ঘরটি (কাবা) অনুষ্ঠিত হয় যেখান থেকে প্রথমবারের মতো মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠানো হয়েছিল এবং যা নবী ইব্রাহিমের (আঃ) বিশুদ্ধ বিশ্বাসের জন্মের সাক্ষী ছিল এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত প্রথম ঘর। তাই, হজ্ব একটি মহান তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ। পবিত্র বিশ্বাস কেন্দ্রিক এই সমাবেশ তাই মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সুন্দর যোগসূত্র সৃষ্টি করে।

ঈমান (বিশ্বাস) মানে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সত্য যে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই মানুষ তার মানবিক গুনাবলিগুলো অর্জন করেছে। বিশ্ব-মানবতার ঐক্যের ভিত্তি গঠনের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

তাই যে পবিত্র স্থান থেকে প্রথম মানবজাতিকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল সেখানে প্রতিটি বছর হজ্বের মত এক আধ্যাত্মিক সমাবেশ মানবতার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত এক গুরত্বপুর্ন দায়িত্ব।

সুত্রঃ "In The Shade of The Quran" - Sayyid Qutb, Vol 2, pp. 152, 153

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
ভাবানুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাসুদ আলী

সবার মধ্যে ভালো গুণ খোঁজ কর!

আমাদের এটা জানা থাকা দরকার যে,যারা আল্লাহ এবং রসূলকে (সাঃ) বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই জন্মগতভাবে কিছু না কিছু ভালো গুন নিয়ে আসছে, তাতে সে যতই খারাপ কাজ করুক না কেন।

বড় ধরনের সীমালংঘন একজন মানুষের ঈমানকে গোড়া থেকে উপড়ে দেয় না যতক্ষন না পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করতেই থাকে এবং তার আদেশকে অমান্য করে যায়।

রসূল (সাঃ) যে কোন অন্যায়কারীর সাথে একজন চিকিৎসকের মত আচরন করতেন কিন্তু কখনোই একজন পুলিশ যেমন একজন অপরাধীর সাথে আচরন করে তেমন আচরন করতেন না। তিনি অন্যায়কারীদের সাথে খুবই দরদ ভরা মন নিয়ে আচরন করতেন এবং তাদের কথা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

রসূলের (সাঃ) জীবনদশায়, এমন একজন মদ্যপায়ী ছিলো যাকে সাজা দেওয়ার জন্য রসূল(সাঃ) এর কাছে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন আনা হতো, তবুও লোকটা মদ ছাড়তে পারছিল না। এই অবস্থায়ে একদিন যখন লোকটাকে রসূল (সাঃ) এর কাছে আনা হোল তখন জনৈক **একজন লোক সেই মদ্যপায়ীকে অভিশাপ দিয়ে বললোঃ "আল্লাহ তাকে ধবংস করুক! আর কতবার তাকে মদ পানের জন্য রসূলুল্লাহর কাছে আনতে হবে?"**

লোকটির কথা শুনে রসূল (সাঃ) লোকটিকে বললেনঃ "তাকে অভিশাপ করো না। আল্লাহর কসম করে বলছি সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালবাসে।"

এখানে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে **রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না। "**

রসূল (সাঃ) অভিশাপ করতে নিষেধ করেছেন এই জন্য যে, এই অভিশাপের কারনে ঐ মদ্যপায়ী মুসলমান এবং ঐ লোকটির ভাতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরতে পারে- তার সীমালংঘনের জন্য তার এবং তার অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সাথে মনমালিন্য করা ঠিক হবে না।

উপরের উদাহারন যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এই ঘটনাকে ঘিরে মহানবী (সাঃ) এর অন্তদৃষ্টির উপর যদি আমরা মনোনিবেশ করি তাহলে দেখতে পাবো যে রসূল (সাঃ) একজন মানুষের মধ্যের জন্মগত ভালো গুনগুলোর উপর মনোনিবেশ করতেন।

আমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন অধ্যয়ন করা এবং নবী (সঃ) যে সব অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনুসরণ করা।

যে সমস্ত চরমপন্থীরা কেউ কুফর বা শিরকের ব্যাপারে ভুল করলেই নির্বিচারে দোষারোপ করে, তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে এবং জানতে হবে যে যারা দুর্নীতি অথবা অরুচিকর কাজে জড়িয়ে পরে তাদের একটি বড় অংশ মূলতঃ ইসলামের অজ্ঞতা, খারাপ সঙ্গ বা ভুলের কারনে করে থাকে।

এর সমাধান হল এই সমস্ত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং দমন করতে তাদেরকে সাহায্য করা।

কঠোর হওয়া, অন্যকে কুফরের দোষারোপ করা এবং তারা যা কিছু করে তার দোষ খুঁজে বের করা তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও দূরে সরিয়ে দেওয়ার কাজ করবে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন:

"অন্ধকারকে অভিশাপ দেওয়ার চেয়ে, অন্ধকার রাস্তার জন্য একটি মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করুন।"

সুত্রঃ Islam: The Way of Revival," *The Ethics of Daw'wah and Dialogue*" - Yusuf al Qaradawi, pp. 224, 225

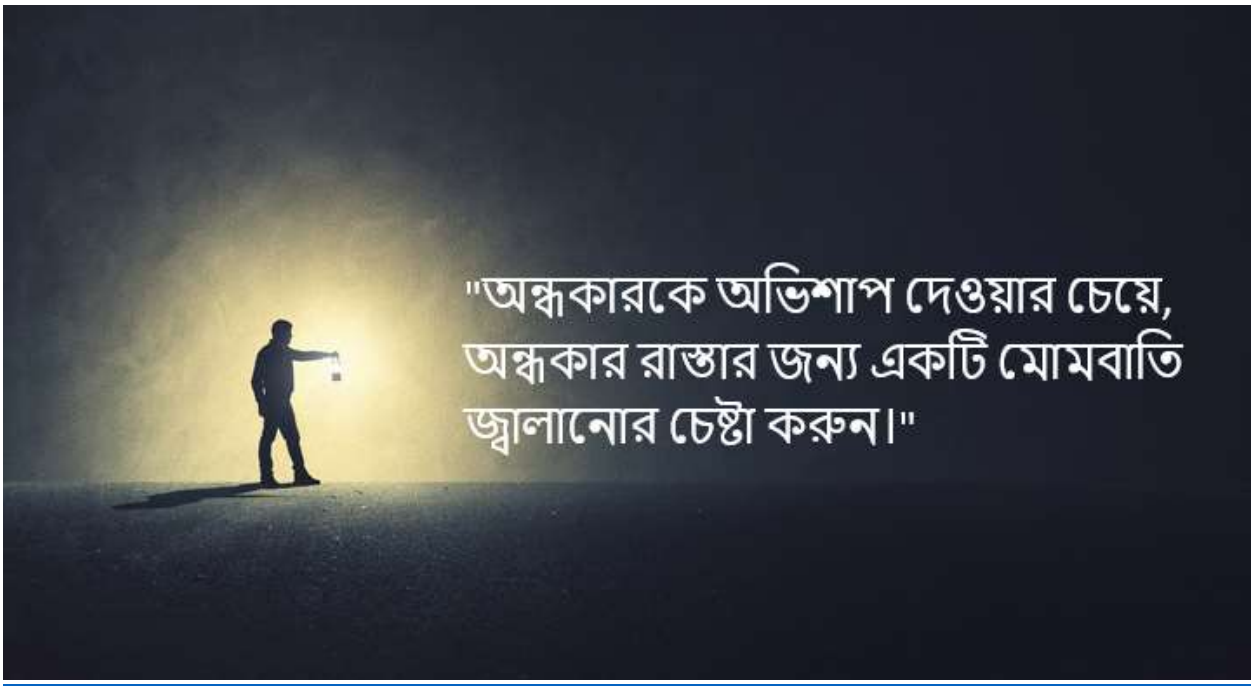

অন্যের অধিকার

যে সব কাজ যার দ্বারা মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়; কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তি, সম্পত্তি বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা সম্পূর্ণরূপে হারাম- ঠিক যেমন শুয়োরের মাংস, অ্যালকোহল বা সুদ খাওয়া হারাম।

বাস্তবতার পেক্ষিতে, জরুরী পরিস্থিতিতে যখন হারাম খাবার খাওয়ার ব্যাপারে কোরআনে কিছুটা নম্রতা দেখানো হয়েছে কিনতু অন্যের সম্পত্তি দখল না করা, গীবত না করা বা অপবাদ না দেওয়ার মতো নিষেধাজ্ঞাগুলি লঙঘনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় নমনীয়তার সম্ভবনা ইসলাম দেয়নি। এদের শাস্তি শুধু জাহান্নাম। এর চেয়েও খারাপ বিষয় হবে যে, আল্লাহ এই ধরনের অপরাধীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পাপগুলো মাফ করবেন না। (আল-ইমরান / আয়াত ৭৭)

ব্যক্তিগত অধিকার লঙঘন করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছ থেকে কোন ক্ষমা নেই: ক্ষমা শুধুমাত্র সংশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আসতে পারে - হয় সরাসরি অথবা যখন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে এই ধরনের ক্ষমা প্রদান করার ব্যাবস্থা করে দিবেন। সুতারং এই ধরনের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আর যদি আপনি অন্যের অধিকার লঙঘন করতে থাকেন তবে এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় তাদের কাছে ক্ষমা চান, নইলে শেষ বিচারের দিন আপনি একেবারে নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে পড়বেন।

থেকে সংকলিত:

"আল্লাহর জন্য মৃত্যু ও বেঁচে থাকা" - খুররম মুরাদ